দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 29 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৮২ কলাম ৮

আন্দোলনকারীদের সকল বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ

বুয়েট রিপোর্টার ॥ সনি হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের সকল প্রকার বৃত্তি প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে বুয়েট কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে বুয়েটের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হালিম বলেন

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

আন্দোলনকারীদের সকল

(১২-এর পাতার পর)

শুধুমাত্র যেসব আন্দোলনকারী ছাত্র শাস্তিপ্রাপ্ত তাদেরই বৃত্ত প্রদান বন্ধ করা হয়েছে। হল প্রভোস্টগণ আন্দোলনকারী ছাত্রদের বৃত্তির আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করছেন না। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক আব্দুল মতিন বলেন, বুয়েটের বৃত্তি পাবার পূর্বশর্তই হচ্ছে আচরণ ভাল থাকা। কর্তৃপক্ষ সনি হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের আচরণ সন্তোষজনক বলে মনে করে না।

গত ৮ জুন টেন্ডারবাজিকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের মুকী বনাম টগর গ্রুপের মধ্যকার বন্দুকযুদ্ধে বুয়েট ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি নিহত হয়। এ সময় প্রচণ্ড ছাত্র আন্দোলন দেখা দেয়। আন্দোলন দমন করতে কর্তৃপক্ষ ৬১ দিন বুয়েট বন্ধ রাখে ও আন্দোলনকারী ১২ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করে। অতঃপর ১১ আগস্ট বুয়েট খুলে দেয়া হলে নতুন করে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। সনি হত্যাকাণ্ডের বিচার ও আন্দোলনকারী ছাত্রদের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবিতে 'সন্ত্রাসবিরোধী বুয়েট ছাত্র ঐক্য' ২ সেপ্টেম্বর থেকে অনশন শুরু করে। অনশনের সপ্তম দিনে ছাত্রদল-শিবির ও পুলিশ যৌথভাবে অনশনকারী ছাত্রদের ওপর নগ্ন হামলা চালায়। ছাত্র আন্দোলন দমাতে কর্তৃপক্ষ সেদিনই বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে। দীর্ঘ বিশ দিন বন্ধ থাকার পর ২৮ সেপ্টেম্বর বুয়েট খোলে। এদিকে 'সন্ত্রাসবিরোধী বুয়েট ছাত্র ঐক্যে'র সভাপতি বিজয় শঙ্কর তালুকদার (বিশু) বলেন, দীর্ঘ চার মাস ধরে আন্দোলন করলেও কর্তৃপক্ষ তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেয়া অন্যায় শাস্তি প্রত্যাহার করেনি। উপরন্তু সনি হত্যাকাণ্ডে বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর বৃত্তি বন্ধের নতুন খড়্গ চাপিয়ে দেয়া হলো।